আমার দেশ

বৃহস্পতিবার ১০ জুলাই ২০০৮, ২৬ আষাঢ় ১৪১৫

উদার ও উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন

ড. এম আজিজুর রহমান

জীবন চলার পথে নির্দেশিকা, জীবিকা নির্বাহের উপায় ও উৎস হিসেবে সহায়ক অনেক উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন হয়। যেমন সুস্থ শরীর ও মনমানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি মানস গঠন, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিজের অবস্থান সমুন্নত করা ইত্যাদি। এর জন্য ব্যক্তিকে বিভিন্ন পেশা বা কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। যেমন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রভৃতির সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য কিছু বাধ্যতামূলক নিয়ম-নীতি তথা প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর প্রয়োজন হয়। এই প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোকেই সংক্ষেপে আইন বলে। আইন তথা সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন, রীতিনীতির সুষ্ঠু চর্চা থাকলে একটি সমাজ ইতিবাচকভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। আইন মেনে না চললে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। তাই আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের জন্যে বাধ্যতামূলক।

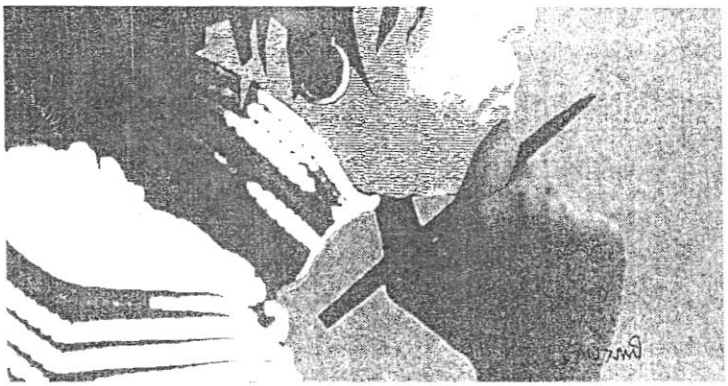

আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য সুষ্ঠু জীবনযাপন পদ্ধতি সুনিশ্চিত করা। 'জোর যার মুলুক তার' এই প্রবাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যেই আইনের জন্ম। আইন-শৃঙ্খলার অভাবে মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে মারামারি, হানাহানি লেগেই থাকে। আইনের অভাবে মানুষ মানুষের মতো বসবাসের পরিবেশ পায় না। আইনের অভাবে নেতিবাচক স্বার্থপরতার সুযোগ গ্রহণ করে মানুষ ক্রমশ সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। উৎপাদনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে আইন উৎপাদনশীল হতে পারে, অনুৎপাদনশীল হতে পারে, আবার মামামাঝি উৎপাদনশীল হতে পারে। দেশের উৎপাদন তথা উন্নয়নমূলক ও সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন আইন কোনো সচেতন নাগরিককের কাম্য হতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন, মানুষের জন্যে আইন, আইনের জন্যে মানুষ নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশে উৎপাদনশীল আইনের বিকল্প নেই।

> সমাজের সার্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন উদার ও উৎপাদনমুখী আইন। আইনকে হতে হবে উন্নয়ন-সহযোগী ও উন্নয়ন-বান্ধব এবং দক্ষভাবে প্রয়োগশীল। আইনের উদ্দেশ্য পথ চলার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি নয় বরং পথ চলার গতিকে সহজ করা। আইন প্রণয়নকারী সংসদ সদস্য ও আইনের দলিল তৈরিকারী আমলা শ্রেণীর মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্তন করে অনুৎপাদনশীল সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতি থেকে দূরে সরে এসে উদার ও উৎপাদনমুখী আইন-কানুন ও রীতিনীতি প্রণয়ন করা এখন বাংলাদেশের জন্যে সময়ের দাবি।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের কোনো সদস্য দ্বারা আইন প্রস্তাবিত হয় এবং সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবিত আইনটি পাস হয়। আইন প্রণয়নকারী সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্য থাকে মহৎ ও উদার তথা জনকল্যাণমুখী। কারণ তারা জানেন, সাধারণ মানুষের মঙ্গলার্থে উদার ও উৎপাদনমুখী আইনের প্রয়োজন। মহৎ উদ্দেশ্যে আইন তৈরি হলেও আইনের দলিল তৈরি প্রক্রিয়ায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আইনে অনুৎপাদনশীল উপকরণের অনুপ্রবেশ ঘটে। অনেক সময় এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা আইনের উৎপাদনশীলতাকে এতটাই হ্রাস করে, যা সম্পূর্ণ আইনটিকে একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ বলা যায়, মহৎ উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হলেও প্রয়োগযোগ্য জটিলতার কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা জাতি আইনের সুফল ভোগ করতে পারে না। তাই সংসদ সদস্য এবং আইনের দলিল তৈরিকারী আমলাদের মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে উদার ও উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন এবং আইনের দলিলপত্রাদির ভাষা সাবলীল করে আইনকে যথাযথ ও প্রয়োগযোগ্য করা দরকার।

মানুষ জন্মগতভাবে স্বার্থপর এবং সাম্যবাদী। মানুষের এ স্বার্থপরতা ও সাম্যবাদের হাত ধরেই কয়েকশ' বছর আগে গোড়াপত্তন ঘটে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ আইনের। এ আইন উৎপাদনশীল আইন হিসেবে আজো বিশ্বের বুকে কোনো প্রমাণ উত্থাপন করতে পারেনি। ব্রিটিশ আইনের অধীনে যেসব দেশ পরিচালিত হয় সেসব দেশ এবং স্বয়ং ব্রিটেনও উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারেনি। নন-ব্রিটিশ আইনের অধীনস্থ দেশসমূহ যেমন কানাডা, আমেরিকা, জার্মান, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবং কিছু ইউরোপিয়ান দেশ উৎপাদনশীল আইনের আওতায় তুলনামূলকভাবে উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছতে পেরেছে। সাম্যবাদী আইনের আওতায় চীন। কমিউনিস্টদের সুদীর্ঘকাল দরিদ্র জীবনযাপন করতে হয়েছে। অতি সম্প্রতি তারা কেবল কাগজ-কলমে সাম্যবাদী, বাস্তবে তারা লিবারেল। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, এখন তারা পুরোপুরিভাবে ব্যবসায়তন্ত্র মেনে চলে। তারা জানে কিভাবে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হয়, উৎপাদন ব্যবস্থাপনাকে কিভাবে আরো নিপুণ ও চৌকস করতে হয়, কিভাবে কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার পরিবেশ তৈরি করতে হয় এবং বিশ্ববাজারের কত বেশি অংশ দখল করে রফতানি বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হয়। সংক্ষেপে এগুলো এখন চীনা সমাজের বাস্তবমুখী ব্যবসায়তন্ত্র। কারণ এ ব্যবসায়তন্ত্রই তাদের জীবনকে উৎপাদনশীল ও কল্যাণময় করতে পেরেছে। তারা এখন সাম্যবাদী আইনের সংস্কার করে বাস্তবমুখী উদার ও উৎপাদনশীল আইন প্রণয়নের পক্ষপাতি। বাংলাদেশকে চীনা সমাজের মতো উদার নীতি গ্রহণ করে উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে হবে। ভৌগোলিকভাবে ইউনিয়ন অফ দি সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকস্ ছিল সাম্যবাদী। সামন্তবাদ ও সামন্ততন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হতো তাদের শিল্প, ব্যবসায় তথা জীবন প্রণালী। অভাব-অনটন ও আহাজারি ছিল তাদের জীবনের নিত্যসাথী। আশির দশকে আমার প্রত্যক্ষ করা একটি বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দিলে সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা অনুমান করা সহজ হবে। সোভিয়েত রাশিয়ায় দু'জন ডাক্তারি পেশায় নিয়োজিত, স্বামী-স্ত্রী মাসে দুটোর বেশি সিনেমা দেখতে তাদের একাধিকবার হিসেব করতে হতো। তাই সুষ্ঠুভাবে জীবন চালানোর তাগিদে তারা পালিয়ে আশ্রয় নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মাত্র দু'দশক আগের উদাহরণ সেখানকার অনুৎপাদনশীল অর্থনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত করে। সাম্যবাদী আইনের আওতায় উন্নতি করতে না পেরে মানবদরদী নেতা মিখাইল গর্বাচেভের আমলে উন্নত পশ্চিমা দেশের প্রভাবে সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়া ভেঙে এক ডজনেরও বেশি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নতুন সৃষ্ট গণতান্ত্রিক দেশগুলোর জাতীয় আয় উন্নতি, জীবনযাত্রার মান ধীরে ধীরে বাড়ছে। যেমন ইউক্রেন নামক রাষ্ট্রে মানুষ আগে কোনো দামি গাড়ি ব্যবহারের কথা ভাবতে পারত না। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সেখানে মানুষের পক্ষে বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ গাড়ি ব্যবহার করা কোনো ঘটনা নয়। সাম্যবাদী আইনের নৈরাজ্যজনক নজির হিসেবে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য অর্থনৈতিক অধঃপতনের দিকে ক্রমাগত নিপতিত হচ্ছে। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে মুম্বাই, দিল্লি এবং বাঙ্গালোরে তাদের কর্মকাণ্ড স্থানান্তর করছে। সাম্যবাদী আইনের কারণে পশ্চিমবঙ্গের বর্গাকারী কৃষকরা মনে করে, বিশ্বের বুকে যে জমিজমা আছে তা ঈশ্বর প্রদত্ত এবং তারা নিজেরাই এ জমির মালিক। তাদের মধ্যে উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা অতি সামান্য। একটিং মুড বলতে তাদের কিছুই নেই, যা আছে তা শুধু স্ট্রাইকিং মুড। যেমন ধর্মঘট, হরতাল, ঘেরাও ইত্যাদি। সাম্যবাদী আইনের আওতায় পরিচালিত ভারতের অনেক রাজ্যে দেখা যায়, ভাড়াটিয়া চাইলে বাড়ির মালিক হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আইন ভাড়াটিয়ার পক্ষে। পরিচিত কিছু ব্যক্তির তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, ভারতে বিশেষ করে দিল্লি ও মুম্বাই শহরে বেশ কিছু দামি বাড়ি ও এ্যাপার্টমেন্ট খালি পড়ে আছে। মালিক ইচ্ছা করেই এ বাড়িগুলো ভাড়া না দিয়ে অলস ও অনুৎপাদনশীল হিসেবে ফেলে রাখছেন। যেহেতু আইন ভাড়াটিয়ার পক্ষে কাজেই বাড়ির মালিক মালিকানা চলে যাওয়ার ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে এবং এগুলোকে উৎপাদনশীলভাবে ব্যবহার করতে পারছে না। ওপরের আলোচনার সার নির্যাস যা দাঁড়ায় তা হলো, সমাজের সার্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন উদার ও উৎপাদনমুখী আইন। আইনকে হতে হবে উন্নয়ন-সহযোগী ও উন্নয়ন-বান্ধব এবং দক্ষভাবে প্রয়োগশীল। আইনের উদ্দেশ্য পথ চলার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি নয় বরং পথ চলার গতিকে সহজ করা। আইন প্রণয়নকারী সংসদ সদস্য ও আইনের দলিল তৈরিকারী আমলা শ্রেণীর মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্তন করে অনুৎপাদনশীল সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতি থেকে দূরে সরে এসে উদার ও উৎপাদনমুখী আইন-কানুন ও রীতিনীতি প্রণয়ন করা এখন বাংলাদেশের জন্যে সময়ের দাবি। কারণ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে বাংলাদেশে উদার ও উৎপাদনমুখী আইনের কোনো বিকল্প নেই।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি